



225906 - যবে ব্যক্তরি মনে বভিন্নি কুমন্ত্রণা আসে এবং তনিভয় পাচ্ছনে যবে, শয়তান তার ঈমান ছনিয়িবে নবিবে

প্রশ্ন

আপনারা আমার জন্য সঠিক ধর্মের উপর অবচিল থাকতে পারার দোয়া করুন। আমি শয়তান দ্বারা ফতিনাগ্রস্ত। শয়তান তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করছে আমার ধর্ম পরবিত্তন করে দিতে, আমার প্রভুর প্রতি আমার আস্থা ও নজিরে প্রতি আস্থা পরবিত্তন করে দিতে। আমি মহান আল্লাহর কসম করে বলছি: আমি এমন কষ্টেরে মধ্যে আছি যা আমার প্রভু ছাড়া আর কটে জানে না। শয়তান আমার অন্তর থেকে ঈমান ছনিয়িবে নতিে চায় এবং আমাকে কুফর ও ভিত্তিরান্তিতে প্রবশে করাতে চায় - আশ্রয় আল্লাহর-। এমনকি শয়তান আমার নজিরে আকৃতি ধারণ করে। কখনও কখনও কালমিয়তে শাহাদাত উচ্চারণ করে। অর্থাৎ সবে আমার সাথে পরপূর্ণ করে এবং নামাযেরে মত ইবাদতেরে নয়িতে সন্দহে প্রবশে করায়। আমার সাথে নামাযে প্রবশে করে আমার নামায নষ্ট করে; হয়তো বাধ্যগত শুচিবায়ুর মাধ্যমে। সবে আমার সাথে সূরা ফাতহা পড়ে, তাশাহুদ পড়ে, সালাম ফরায়। আমি আমার ঈমানেরে ব্যাপারে বিপদ সংকুল অবস্থার মধ্যে আছি। আমি আশংকা করছি তার টার্গটে হচ্ছবে আমাকে ও প্রত্যকে মুসলিম ব্যক্তিকে কাফরে বানানবে কথিবা আল্লাহর সাথে শরিক করানবে। হয়তো তাকে বিচ্যুত করার মাধ্যমে কথিবা কাফরে বানানবের মাধ্যমে। আপনারা এই পরীক্ষা থেকে মুক্ত হতে আমাকে সাহায্য করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, শান্ত হোন। আপনি যভেবে কল্পনা করছনে ও ধারণা করছনে বিষয়টি এর চয়ে অনকে হালকা। আপনি যাতবে আক্রান্ত সটোর উদাহরণ ছায়ার মত; যা বড় হতে হতে দয়োল জুড়ে আছে। যহেতু আলবের উৎসকে ধোঁকা দয়োর পজশিনে রাখা হয়ছেবে। যদি এই উৎসকে সঠিক স্থানে রাখা হয় তাহলে ছয়া এর প্রকৃত রূপ গ্রহণ করবে।

উভয় অবস্থায় সটে ছয়া ছাড়া আর কিছু নয়; সটে বড় হোক কথিবা ছটে হোক।

নশ্চয় আপনার অবস্থাটি এ ছায়ার চয়ে অতিরিক্ত কিছু নয়। সুতরাং শান্ত হোন।

শয়তান আপনার ঈমান ছনিয়িবে নতিে পারবে না। কারণ যনি ঈমান দনে ও ছনিয়িবে ননে তনি হচ্ছনে আল্লাহ। তনি যদি আপনাকে রক্ষা করনে আপনি সকল অনশ্টি থেকে বঁচে যাবনে।



আপনি যদি শয়তানরে এ সকল হুমকি-ধমকি থেকে নিস্তার পতে চান যগুলো শয়তান আপনার অন্তরে ঢলে দিচ্ছে তাহলে আপনার অন্তরকে মজবুত করতে হবে এবং নমিনোক্ত বিষয়গুলো পালন করতে হবে:

১। যখনই আপনার অন্তরে এমন কোন চিন্তার উদ্রকে ঘটবে তখনই আপনি আউজুবিল্লাহ পড়বেন (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন)। আপনি বিরিক্ত হবেন না। অচরিই শয়তান পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে। এটি ঘটবেই। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য প্রতীতি। ‘যদি শয়তানরে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচতি করে তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।’ [সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ, আয়াত: ৩৬]

২। এই কুমন্ত্রণাগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফরিয়ে নিন। এগুলো নিয়ে বা এগুলোর ব্যাপারে কখনও চিন্তা করবেন না, সংলাপ করবেন না। আপনার মনে যে প্রশ্ন ও আপত্তির উদ্রকে হয় আপনি এর জবাব দিবেন না।

শয়তানরে কুফরি, বিভিন্ন কথিবা আগুনরে হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনে ভেঙে পড়বেন না। কেন; জানেন? কারণ আপনার ঈমানরে মূল্যায়নে এ সবরে কোন দাম নই এবং এসবরে কিছু আদটো ঘটবে না।

এগুলো হচ্ছে স্ক্রীনে ভয়ানক দৃশ্যাবলী দেখার মত; যা দর্শককে কষ্ট দেয়। যদি আপনি স্ক্রীনটি বন্ধ করে ফেলেন তাহলে সবকিছু শেষ।

৩। আপনার সময়, চিন্তা ও অন্তরকে কল্যাণকর ও উপকারী কাজ দিয়ে ভরপুর করে রাখুন। ভাল মানুষদের সাথে মলোমশো করুন। সম্ভবত আপনি একাকীত্ব ও অবসরে ভুগছেন। কারণ শয়তান ভরা পাত্রে আসতে পারে না।

৪। রাত ও দিনরে প্রহরে দোয়া করুন। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাময় আসলে আর কোন রোগ ও পরীক্ষা অবশিষ্ট থাকে না।

৫। দবানিশি এবং প্রতিটি সময়, প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর যিকিরে মাধ্যমে সুরক্ষা গ্রহণ করুন। কারণ শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে সুরক্ষায় সার্বক্ষণিকি আল্লাহর যিকিরে চয়ে উত্তম কিছু নই। আপনার জিহ্বা যেনে আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।

৬। এই ঈমানী চিকিৎসার সাথে সাথে অবশ্যই আপনার উচতি দক্ষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররে শরণাপন্ন হওয়া। কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় বাধ্যগত শূচবায়ুর ডাক্তারি ভাল ও উপকারী চিকিৎসা রয়েছে। আপনি যদি উভয় চিকিৎসা (ঈমানী ও ডাক্তারি)-র মাঝে সমন্বয় করেন সটো আপনার জন্য কল্যাণকর এবং আপনার রোগমুক্তির ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক।

আপনি যদি এই উপদেশগুলো গ্রহণ করেন, নিয়মতি এগুলো পালন করেন এবং এভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান ইনশাআল্লাহ আপনি নিরাময়রে সুসংবাদ পতে থাকবেন। ক্রমান্বয়ে আপনার আরোগ্য লাভ বাড়তে থাকবে। আল্লাহর তাওফিকি এক পর্যায়ে



কছিনুরে মধ্যে আপন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবনে।

আরও জানতে দেখুন: [102851](#) নং ও [25778](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ আপনাকে ঈমানরে উপর অবচিল রাখুন এবং আপনার উপর নরাময় ও ক্ষমা ঢলে দনি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।